জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০২৬ (খসড়া)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	প্রস্তাবনা	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	জাতীয় তাঁত নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪
তৃতীয় অধ্যায়	সংজ্ঞাসমূহ	৪-৬
চতুর্থ অধ্যায়	তাঁত শিল্পের উন্নয়নে করনীয় কার্যক্রম	৬-৮
পঞ্চম অধ্যায়	জাতীয় তাঁতশিল্প উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি	৮-১০
ষষ্ঠ অধ্যায়	জাতীয় তাঁতশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল	১০-১১
সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	১১

প্রথম অধ্যায়
প্রস্তাবনা

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁত শিল্প আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় উজ্জ্বল করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির এক অনন্য স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। এ শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল থাকে, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব হয়। প্রাচীনকাল হতে তাঁত শিল্প এ দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমান সময়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, মধ্যস্বত্বভোগিদের দৌরাত্ম, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, সস্তা সিনথেটিক সুতার সহজলভ্যতা, কাঁচামাল সংকট, বাজারজাতকরণে দুর্বলতা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এ খাত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ দেশের মসলিন আজও বিশ্ব বস্ত্র শিল্পের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। জামদানি শাড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে 'Crown Jewel' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তাঁত শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় বয়নে উৎকৃষ্টতার পরিচিতি পেয়েছে এবং গুণগত মান বজায় রাখার মাধ্যমে দেশীয় তাঁতশিল্পের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। বিশ্বব্যাপী তাঁত শিল্পে ৯.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার রয়েছে এবং প্রতিবছর ৯.৭৮% হারে এ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব বাজারের অতি ক্ষুদ্র অংশ তাঁতপণ্যের চাহিদা বাংলাদেশ পূরণ করে থাকে। ২০১৮ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান ১,১৬,১১৭টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। এর মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ১,৯১,৭২৩টি এবং অচালু তাঁতের সংখ্যা ৯৮,৫৫৯টি। তাঁতশিল্প হতে বছরে ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়, যা দেশের বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ ভাগ পূরণ করে। এ খাতে বছরে প্রায় ২,২৬৯.৭০ কোটি টাকার মূল্য সংযোজন হয়।

তাঁতশিল্পীরা তাঁদের সুতা কাটার অনন্য বৈশিষ্টের ও নকশা শৈলির জন্য বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। বেশিরভাগ তাঁতি গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে দক্ষতা স্থানান্তরিত হয়। শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-বাতাঁবো) গঠিত হয়। পরবর্তীতে তাঁতশিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও তাঁতিদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিতপূর্বক বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। তাঁত শিল্পে নিয়োজিত তাঁতি ও শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন, তাঁত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁতপণ্যের প্রতিযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত নীতি সহায়তা অপরিহার্য। মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তাঁতশিল্পীদের জীবনমান উন্নয়ন তথা তাঁতখাতের সার্বিক কল্যাণার্থে একটি যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় তাঁত নীতিমালা প্রয়োজন। "দেশীয় তাঁতপণ্য পরিধান করুন এবং দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করুন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে জাতীয় তাঁত নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

"জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০২৬" এর নীতিমালায় তাঁত শিল্পের সক্ষমতা, দূর্বলতা, সম্ভাবনা এবং ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে একটি কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেখানে তাঁত শিল্পের কাঁচামাল, উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশবান্ধব তাঁত শিল্প ব্যবস্থাপনা, তাঁতের আধুনিকায়ন, তাঁত জাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়নে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাতীয় তাঁত নীতিমালায় মূলত হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে অগ্রাধিকার এবং উৎসাহ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া "জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০২৬" এর মাধ্যমে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, তাঁতের আত্মরূপ/স্বত্ত্বা (Essence) অক্ষুন্ন রেখে আধুনিকীকরণ এবং বিশ্ব বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় তাঁত নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভিশনঃ তাঁতশিল্প খাতকে জীবন ধারণের নির্ভরশীল গ্রামীণ কারুশিল্প খাত হতে একটি উচ্চ মূল্যমানের টেকসই এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক স্মার্ট তাঁতশিল্পে রূপান্তর।

২.০ জাতীয় তাঁত নীতিমালার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য: জাতীয় তাঁত নীতিমালার মূল লক্ষ্য হলো প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী কৌশলের সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও নকশার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রথাগত তাঁত ও বস্ত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, তাঁতিদের জন্য টেকসই জীবিকা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই পরিবেশবান্ধব ও ন্যায্য বাণিজ্যিক উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। এ নীতিমালার প্রধান স্তম্ভগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ, বিশ্ববাজারের জন্য উন্নতমানের বৈচিত্রময় পণ্য তৈরি, বিপণন, প্রচার এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

২.১ জাতীয় তাঁত নীতিমালার উদ্দেশ্য:

২.১.১ একটি শক্তিশালী, টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক তাঁতখাত গড়ে তোলা;

২.১.২ তাঁতিদের আয় বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;

২.১.৩ প্রাচীন তাঁত ঐতিহ্য, নকশা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশ;

২.১.৪ আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত কাঁচামাল ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;

২.১.৫ তাঁত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ;

২.১.৬ তাঁতিদের দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

২.১.৭ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণ;

২.১.৮ তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান;

২.১.৯ তাঁতপণ্যে নিত্য নতুন ডিজাইন প্রণয়ন, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি;

২.১.১০ নারী তাঁতি ও যুবকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

২.১.১১ তাঁতখাতে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ;

২.২.১২ স্মার্ট তাঁতখাতে রূপান্তর।

তৃতীয় অধ্যায়
সংজ্ঞাসমূহ

সংজ্ঞাসমূহঃ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

৩.১ “নীতিমালা” বলতে জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০২৬ কে বুঝাবে;

৩.২ “তাঁত” বলতে সকল প্রকার তাঁত-কে বুঝাবে।

৩.৩ “তাঁত পণ্য” বলতে শাড়ি, বেনারসি, কাতান, জামদানি, মসলিন, মনিপুরি, সিল্ক শাড়ি, খাদি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর, তোয়ালে, পিনন-খাদি, নকশি কাঁথা, বেডশিট, তোয়ালে, মাফলার, থামি, শতরঞ্জি, রুমাল, পাপোস, গজ বা ব্যান্ডেজ, পাগড়ি, খাগড়াছড়ির বর্গী, খাগড়াছড়ির রিনাই-রিসা, বাটিক, উলেন কম্বল, থ্রি-পিস (জামদানি), টেবিল ম্যাট, বান্দরবানের থামি/ফেনতা ও তাঁতে তৈরি সকল পণ্য;

৩.৪ “তাঁতি” অথবা “তাঁত শিল্পী” বলতে এমন কর্মীকে বুঝাবে, যার নিজের তাঁত আছে অথবা যিনি নিজের অথবা অপর কোন প্রতিষ্ঠানে তাঁতে বস্ত্র বয়নের কাজ করেন;

৩.৫ “বয়ন সহযোগী” বলতে এমন ব্যক্তি/ কর্মীকে বুঝাবে যিনি বস্ত্র বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সহযোগিতামূলক সেবা অর্থাৎ চরকায় সুতা কাটেন অথবা ববিনে সুতা ভরেন অথবা মাড় প্রদান করেন/ টানা করেন/ ‘ব’ গাঁথেন/ সানা করেন/ বীম/ওয়ার্পিং এর কাজ করেন/ ডিজাইন করেন/ ডবি/জ্যাকার্ডে কাজ করেন কিংবা তাঁত বস্ত্র বয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত আছেন;

৩.৬ “তাঁত পণ্য উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহকারী” বলতে তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ যারা উৎপাদকদের কাছে সরবরাহ করেন তাদের বোঝায়। এদের মাধ্যমে তাঁতিদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য হয় এবং উৎপাদন কার্যক্রম সচল থাকে;

৩.৭ “বয়নপূর্ব” বলতে, বয়ন শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক যে সকল কাজ সম্পন্ন করা হয় যেমন: সুতা টুইস্টিং, স্কাওয়ারিং, ব্লিচিং, মার্সেরাইজিং, ডাইং, সাইজিং, ওয়াইন্ডিং, ওয়ার্পিং সেবাসহ অন্যান্য কাজকে বুঝায়;

৩.৮ “বয়নোত্তর” সেবা বলতে বয়ন শেষ হওয়ার পর কাপড়ের মান উন্নয়ন ও বাজারজাত করার জন্য যে কাজগুলো করা হয় যেমন- সিনজিং, ডি-সাইজিং, ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, ওয়াশিং, স্টীমিং, স্টেন্টারিং, ক্যালেন্ডারিং, ফিনিশিংসহ সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সেবাসমূহকে বুঝায়;

৩.৯ “টেস্টিং” বলতে তাঁত পণের Color fastness test, Azo test, GSM, EPI, PPI, Warp yarn count test, Weft yarn count test, PH Value test, Shrinkness test ইত্যাদি টেস্টকে বুঝাবে;

৩.১০ “তাঁত উদ্যোক্তা” বলতে এমন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে, যিনি অথবা যে প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে ২০ (বিশ) বা ততোধিক তাঁত স্থাপন অথবা তাঁত পণ্য উৎপাদন অথবা বাজারজাতকরণ অথবা বাজার সম্প্রসারণ অথবা তাঁত পণ্য রপ্তানির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং যার তাঁতের শো-রুম, বিদেশে রপ্তানি/ সুতা/ ডাইং ব্যবসা প্রমোশন সেন্টার/ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকবে;

৩.১১ “বোর্ড” বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে বুঝাবে এবং “বাতাঁবো” বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে বুঝাবে;

৩.১২ “সার্ভিস সেন্টার”/ “ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার” বলতে বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর কাজের জন্য নির্মিত সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সকল সার্ভিস সেন্টারকে বুঝাবে;

৩.১৩ “স্পিনিং” বলতে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ফাইবার দ্বারা সুতা তৈরির বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;

৩.১৪ “সুতা” বলতে প্রাকৃতিক, কৃত্রিম আঁশ দ্বারা তৈরি বিভিন্ন ধরনের সুতা, ফিলামেন্ট আকারে তৈরি সুতা এবং নকশি সুতাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

৩.১৫ “বয়ন/বুনন” বলতে তাঁত পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;

৩.১৬ “তাঁত শিল্প” বলতে তাঁত পণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;

৩.১৭ তাঁতের মাধ্যমে উৎপাদিত সকল পণ্যের “পোষক কর্তৃপক্ষ” বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে বুঝাবে;

৩.১৮ “গার্মেন্টস শিল্প” বলতে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে তাঁতপণ্য/ বস্ত্র তৈরি, ডিজাইনের কাজ করা হয় এবং দেশে-বিদেশে বাজারজাত করা হয় তাকে বুঝাবে;

৩.১৯ “নকশি শিল্প” বলতে হাতে বা বিশেষ নকশার মাধ্যমে কাপড়, বস্ত্র ও পোশাকে নান্দনিক নকশা অঙ্কন ও অলংকরণ করার শিল্প। এ শিল্প তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। তাঁতশিল্পে উৎপাদিত সাদামাটা কাপড়ে নকশি কাজ যোগ হলে তার মূল্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়। যেমন: নকশি কাঁথা, জামদানি মোটিফ, ব্লক প্রিন্ট, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি।

৩.২০ “হোসিয়ারি শিল্প” বলতে সুতা দিয়ে তৈরি করা পরিধেয় পণ্য যেমন গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার, মাফলার, কার্ডিগান, বাচ্চাদের শীতের পোষাক ইত্যাদি সংক্রান্ত শিল্পকে বুঝাবে। স্বল্প পরিসরে স্থাপিত এ শিল্প তাঁত শিল্পের সহযোগী উপখাত।

৩.২১ “ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য” বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় নিবন্ধিত তাঁতপণ্য যেমন: ঢাকাই মসলিন, সিরাজগঞ্জের গামছা, সিলেটের মনিপুরি শাড়ি, মিরপুরের কাতান শাড়ি, ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা (মসলিনের তুলা হিসেবে ব্যবহৃত), কুমিল্লার খাদি, সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি, কুমারখালীর বেডশীট, ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ-কে বুঝাবে। সময় সময় এ তালিকায় নতুন নতুন তাঁত পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
তাঁত শিল্পের উন্নয়নে করনীয় কার্যক্রম

৪.১ ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল নিশ্চিতকরণ:

ক) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে বেসিক সেন্টারসমূহে কাঁচামাল ব্যাংক (Raw Materials Bank) স্থাপন;

খ) বিনা শুল্কে/ স্বল্প শুল্কে কাঁচামাল আমদানি ও যৌক্তিক মূল্য/ ভূর্তুকি মূল্যে বিতরণ;

গ) কাস্টমস্ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সুতা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে তাঁতিদের মাঝে বিতরণ;

ঘ) স্থানীয় স্পিনিং মিল হতে সুতা এবং পাইকারী বাজার হতে রং ও রাসায়নিক ক্রয়পূর্বক তাঁতিদের মাঝে যৌক্তিক মূল্যে সরবরাহ।

৪.২ আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা:

ক) স্বল্প সুদে সহজ শর্তে তাঁতি/তাঁত উদ্যোক্তা/তাঁত সহযোগী/বয়ন সহযোগী-কে ঋণ প্রদান;

খ) বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তাঁতিদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে তাঁতিদের অর্ন্তভুক্ত করা এবং মন্দা মৌসুমে তাঁত কার্ডের মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) তাঁতিদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি চালুকরণ;

ঙ) মৃত ঋণ গ্রহীতা তাঁতিদের ঋণ অবলোপন;

চ) স্বাস্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে তাঁতিদের স্থানীয় পর্যায়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;

ছ) প্রতি দশ বছর পর পর তাঁত শুমারি কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং চাহিদা মোতাবেক সময় সময় সমীক্ষা পরিচালনা;

জ) ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানে নারী তাঁতিকে অগ্রাধিকার প্রদান;

ঝ) প্রাথমিক তাঁতি সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান।

৪.৩ গবেষণা এবং প্রযুক্তি সংযোজন ও হস্তান্তর:

ক) আধা-স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অথবা উন্নত হাতে ঘোরানো চরকা/চাকা চালু করা যাতে কায়িক পরিশ্রম হ্রাস পায় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়; যার ফলে হস্তশিল্পের মুল বৈশিষ্ট এবং আত্মরূপ/ স্বত্বা (Essence)অক্ষুণ্ন থাকে তবে জামদানী এবং মণিপুরী শাড়িসহ অন্যান্য তাঁত পণ্য যা পাওয়ারলুমে তৈরির কারণে তাঁতপণ্যের স্বকীয়তা নষ্ট হয় সে সকল তাঁতপণ্য পাওয়ার লুমে বয়ন করা নিরুৎসাহিত করা হবে;

খ) পরিবেশবান্ধব স্থানীয় ভিত্তিক গ্রীনডাই কারখানা, ইটিপি ও সোলার প্যানেল স্থাপন;

গ) তাঁতিদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্ডভিত্তিক কিংবা গ্রামভিত্তিক তাঁত সহায়তা কেন্দ্র/ উইভিং হাব (Weaving Hub) স্থাপন;

ঘ) টেস্টিং এর জন্য আধুনিক ল্যাব স্থাপন ও নিত্য নতুন ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ও তাঁত পণ্য বহুমুখীকরণ;

ঙ) তাঁতিদের জন্য প্রচলিত লুম ও ডিজাইনের পরিবর্তে কর্মদক্ষতা সম্পন্ন নকশা (Ergonomic Design) প্রবর্তন করা;

চ) ডিজাইন ব্যাংক প্রবর্তন যেখানে ঐতিহ্যবাহী মোটিফগুলো সংরক্ষণ এবং তরুণ প্রজন্ম ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাহিদার বিষয় বিবেচনা করে নতুন সমসাময়িক ডিজাইন তৈরি;

ছ) ফুটি কার্পাস চাষের পদ্ধতি এবং মসলিন কাপড় তৈরির কারিগরি বিষয়সমূহ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট হস্তান্তর এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;

জ) উৎসব মৌসুমের জন্য ভোক্তার রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে নিত্য নতুন ডিজাইন প্রণয়ন।

ঝ) তাঁত মিউজিয়াম স্থাপন;

৪.৪ মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং ও লিংকেজ স্থাপন:

ক) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক তাঁত/বস্ত্র মেলা আয়োজন এবং অংশগ্রহণ;

খ) যে সকল দেশে তাঁত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, সে সকল দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/ হাইকমিশন অফিসে তাঁত পণ্যের প্রদর্শনী কর্ণার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া;

গ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁতপণ্যের জিআই নিবন্ধন করা;

ঘ) বিভাগীয় শহর/পর্যটন এলাকায় তাঁত পণ্যের জন্য মার্কেট প্রমোশন সেন্টার/তাঁত হাট/হলিডে মার্কেট স্থাপন;

ঙ) তাঁত পণ্য জনপ্রিয়করণে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ;

চ) আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে লিংকেজ স্থাপন, যাতে তাঁত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়;

ছ) ই-তাঁতি (E-Tanti)(ই-কমার্স) ব্যবস্থা স্থাপন এবং মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপন।

জ) তাঁতপণ্যকে জনপ্রিয় করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন;

ঝ) তাঁতপণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে কান্ট্রি অব অরিজিন (Country of origin certificate) প্রদান।

৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

ক) দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট স্থাপন;

খ) বাজারের চাহিদা ও ভোক্তার রুচি অনুযায়ী তাঁত শিল্পীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

গ) ই-কমার্স ব্যবস্থা, রপ্তানি বিধিমালা, প্যাকেজিং এবং বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ফ্যাশন ট্রেন্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঘ) পরিবেশবান্ধব বয়ন পদ্ধতি, আধুনিক রঞ্জন কৌশল এবং মান নিয়ন্ত্রণের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঙ) সুতার মান নির্ণয়, রং এর স্থায়িত্ব, আধুনিক ফিনিশিং, কাপড় প্রস্তুতকরনে আধুনিক পদ্ধতির উপর আর্টিসান ট্রেনিং (Artisan Training) প্রদান;

চ) পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও অন্যান্য জেলায় চাহিদা যাচাই করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;

ছ) গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তাঁতখাত ছাড়াও গার্মেন্টেসের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান;

জ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থীদের তাঁত বিষয়ক ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থাকরণ;

ঝ) তাঁতশিল্পে বিশেষ অবদান এবং শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকে স্বীকৃতি প্রদান।

৪.৬ তাঁত পর্যটন:

ক) স্থানীয় পর্যায়ে স্টেক হোল্ডার, স্থানীয় প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে “একটি গ্রাম একটি পণ্য”, “একটি থানা একটি পণ্য” এবং “একটি জেলা একটি পণ্য” ডিক্লারেশন প্রদান ও প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা;

খ) তাঁতঘন এলাকায় পর্যটকদের জন্য সরকারি এবং ব্যক্তিখাতে রিসোর্ট, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ;

গ) উইভিং ভিলেজ স্থাপন।

৪.৬ স্মার্ট হ্যান্ডলুম সিস্টেম প্রবর্তন (SHS):

ক) এলাকাভিত্তিক তাঁতিদের ডাটাবেজ প্রণয়ন;

খ) প্রত্যেক তাঁতিকে স্মার্ট তাঁত কার্ড প্রদান;

গ) ই-কমার্স ব্যবস্থার প্রবর্তন;

ঘ) ডিজিটাল প্রডাক্ট পাসকোর্ (জিআই ট্যাগ ও কিউআর কোড) প্রবর্তন যাতে সস্তা ও নকল পণ্য চিহ্নিত করা যায় ও হস্তচালিত তাঁত পণ্যের প্রিমিয়াম মূল্য বজায় রাখা যায় এবং রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি করা যায়;

ঙ) তাঁতিদের জন্য মোবাইল এ্যাপস তৈরি করা;

চ) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

ছ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ফ্রি ওয়াই-ফাই প্রদান এবং জব ফেয়ার আয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়
জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি

তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য “জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি” নামে একটি কমিটি থাকবে; এ পরামর্শক কমিটি তাঁত শিল্প উন্নয়নে এবং সম্প্রসারণে পরামর্শ প্রদান করবে। পরামর্শক কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

৫.১ জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন পরামর্শক কমিটিঃ

ক্রমিক নং	পদবি	
১.	মন্ত্রী/ উপদেষ্টা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য

৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শ্রম মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৯.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১০.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয় (মহাপরিচালক পর্যায়ের প্রতিনিধি)	সদস্য
১৪.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
১৭.	মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর	সদস্য
১৮.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৯.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোড	সদস্য
২০.	পরিচালক, এফবিবিসিসিআই	সদস্য
২১.	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
২২.	নির্বাহী পরিচালক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশন	সদস্য
২৩.	অধ্যাপক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি)	সদস্য
২৪.	চেয়্যারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	সদস্য
২৫.	সভাপতি, জাতীয় তাঁতি সমিতি	সদস্য
২৬.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (বস্ত্র), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

৫.২ জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন পরামর্শক কমিটির কার্যপরিধি:

৫.২.১ প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর পরামর্শক কমিটি সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় কমিটির সভা আহ্বান করা যাবে। পরিষদ তাঁত শিল্প উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করবে এবং তা পরিবীক্ষণ করবে।

৫.২.২ পরামর্শক কমিটি সরকারের উন্নয়ন নীতিমালা এবং নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে এ নীতিমালায় বর্ণিত কার্যক্রমকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

৫.২.৩। তাঁতিদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রম/উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে।

৫.৩ বাস্তবায়ন কমিটি: পরামর্শক কমিটি কর্তৃক গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	
১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব (বস্ত্র), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	সদস্য (সকল), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
৪	জেলা প্রশাসক/ জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
৫	পরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬	পরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর	সদস্য
৭	পরিচালক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	সদস্য

৮	পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	সদস্য
৯	অধ্যাপক, চারু ও কারু কলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি)	সদস্য
১০	প্রধান হিসাবরক্ষক/ প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ)/ মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর)/ প্রধান (এমই), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
১১	অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট নরসিংদী	সদস্য
১২	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন / মার্কেটিং), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
১৩	সাধারন সম্পাদক, জাতীয় তাঁতি সমিতি	সদস্য
১৪	সভাপতি, বাংলাদেশ উইভার্স প্রডাক্ট এন্ড মেনু: বিজনেস এসোসিয়েশন(বিডব্লিউপিএমবিএ)	সদস্য
১৫	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি	সদস্য
১৬	টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ-১ জন (বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি)	সদস্য
১৭	তাঁতি প্রতিনিধি-২ জন (০১ জন পুরুষ ও ০১ জন মহিলা) [বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত]	সদস্য
১৮	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ	সদস্য
১৯	পরিচালক (প্রশাসন), বাতাঁবো	সদস্য সচিব

৫.৪ বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধি:

৫.৪.১ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কমিটি সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় কমিটির সভা আহ্বান করা যাবে।

৫.৪.২ পরামর্শক কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৫.৪.৩ বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাস্তবায়ন কমিটিকে অবহিত করবে;

৫.৪.৪ তাঁতজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি নীতি, আমদানি নীতি এবং বাজেট প্রণয়নকালে কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে; এবং

৫.৪.৫ কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

পরামর্শক কমিটি এবং বাস্তবায়ন কমিটি বছরে ০১ বার যৌথ সভায় মিলিত হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় কমিটির সভা আহ্বান করা যাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাতীয় তাঁত নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল

জাতীয় তাঁত নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনে চারটি সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করা হবে এবং গৃহীত কৌশলের আলোকে মৌলিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৬.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি: মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে তাঁত শিল্পের সাথে জড়িতদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য এ শিল্পের বহুমুখীতা ও গুণগতমান বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এ শিল্পের সাথে জড়িত তাঁতি, ব্যক্তি উদ্যোক্তা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হবে। টেকসই সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে সরকারি, বেসরকারি ও

ব্যক্তি খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। ব্যক্তি খাত ও বেসরকারি খাতের সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা হবে;

৬.২ অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি: সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালায় ব্যক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ব্যক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও সেবার মানও বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.৩ বাজার সম্প্রসারণ: প্রান্তিক তাঁত শিল্পীদের উৎপাদিত তাঁতপণ্য বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশীয় ও বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টি করার জন্য সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁতপণ্যের চাহিদা নিরুপণের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং তাঁত পণ্য বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিদেশে অবস্থিত নির্বাচিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে তাঁত পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাঁতিদের জন্য ই-কমার্স ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৬.৪ ক্ষমতায়ন: সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত নারীদের ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হবে এবং "তাঁত দিবস" উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৬.৫ স্মার্ট তাঁত ব্যবস্থা প্রবর্তন: তাঁতি সমিতি এবং সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তপূর্বক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে। স্মার্ট তাঁত কার্ড প্রদান করা হবে। তাঁত কার্ডের মাধ্যমে ঋণ এবং কাঁচামাল প্রদানের ব্যবস্থাসহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধাসমূহ তাঁতিদের নিকট পৌঁছে দেয়া হবে। হস্তচালিত তাঁতপণ্যে কিউআর কোড প্রদান করা হবে, যাতে তাঁতিরা তাঁতপ্যণ্যের প্রিমিয়াম মূল্য পায় এবং রপ্তানিকারকদের টেস্টিং সার্টিফিকেট ও কান্ট্রি অব অরিজিন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

দেশের তাঁত শিল্পী, তাঁত পণ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, বিপণনকারী, তাঁত শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও ভোক্তার কথা বিবেচনায় রেখে জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়ন তাঁত শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ও গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করা হলে নারীদের ক্ষমতায়নসহ বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ও জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধিত হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে হস্তচালিত তাঁত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অত্যাধুনিক মেক্যানিকাল ও কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ফিল্ড ভিজিটসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতপূর্বক দেশের বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-কে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ফলে দেশের বস্ত্রখাতের সার্বিক উন্নয়ন হবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।